জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্রে লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 5th Oct. 1960 { ২০শ সংখ্যা।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিতপ্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

বিজয়োৎসবে

দৈন্য-বিজয়ী সৈন্য

—•—

এক রাজার প্রাসাদের অতি নিকটে রামদয়াল মণ্ডল নামক দরিদ্রের উলুখড়ের বসত বাড়ী। রামদয়াল দিন মজুরের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, একটী পুত্র ও এক মাতৃ-পিতৃহীন ভাগিনেয় এ চারিটি মহাপ্রাণীর উদরান্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র রামদয়ালের খাটুনির মজুরীর উপর নির্ভর করে। রামদয়াল যার মজুর খাটিতে যায় সেই মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা না করিয়া পারে না। খলামি কাহাকে বলে সে তা জানে না। লোকে তার কাজে এত সন্তুষ্ট যে তাকে পেলে অন্য মজুর চায় না। অনেকে বলে যে সে একা দুই জন লোকের কাজ সাবাড় করিতে পারে।

যে দিন যার কাজে যায় অতি প্রত্যুষে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই ঘরে যা থাকে তাই মুখে দিয়ে গান করিতে করিতে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হয়। মুখে গান গায় কিন্তু হাত কখনও কামাই হয় না। আনন্দের সঙ্গে কাজ করিয়া যায়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও সে আনন্দে দিন কাটে। তার সঙ্গে যারা খাটে তারাও তার গান শুনে খুব আনন্দ উপভোগ করে। প্রত্যুষে রামদয়াল যখন বাঁ-হাতে রৌদ্র-বৃষ্টি-নিবারক মাথালী এবং ডান হাতে কাস্তে বা হাঁসুয়া লইয়া রাস্তায় বহির্গত হয় তখন মনে হয়—যেন দীন বীর-পুরুষ ভগবদ্দত্ত দৈন্য বিজয়ার্থ এক হাতে ঢাল এবং অন্য হাতে তরবারি লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেছে।

যত বড় পদস্থ বা শিক্ষিত লোকই হউন না কেন যাঁহাকে মজুরী লইয়া পেটের ভাত করিতে হয়, রামদয়াল তাঁহাকেই নিজের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করে। সে বলে—যে ভাত হাতে নয় না, তাই মুখে সইয়ে গিলে, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে যাকে ছুটতে হয় সে যত টাকাই রোজকার করুক না কেন, সেও রামদয়লার চেয়ে একটুও আরামে থাকে না। যাকে পরের টাকার হিসাব নিকাশ দিতে হয়, রামদয়লা তার থেকে ঢের সুখী।

রামদয়াল লেখাপড়া জানে না তবুও মুখে মুখে গান তৈরী ক'রে সেই গান গেয়ে লোককে আনন্দ পরিবেষণ ক'রে নিজেও আনন্দ উপভোগ করে। তার প্রাতঃকালে কর্ম্মে বহির্গত হইবার সময় প্রভাতী সুরের গান শুনুন।

প্রভাত হইল, ভুবন গাহিল
টাকা টাকা বুলি।
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
থাকে থাকে থাকে
ধায় কেরাণী-কুলি।
প্রভাত হইল ....
টাকা তুমি সবার শ্রেষ্ঠ,
তোমারে পাইতে সবে সচেষ্ট
ধনীরা খুলেছে আয়রন-চেষ্ট
ভিখারী খুলেছে ঝুলি।
ক্ষুধা রাক্ষসী ভীষণ ভয়াল,
হাতে নিয়ে তাই ঢাল তরোয়াল,
যুদ্ধে জিনিয়া রামদয়াল
আনিবে টাকা আধুলি।

—•—

সন্ধ্যার পর যখন মজুরীর পয়সা ট্যাকস্থ করিয়া এক আঁটি উলুখড় মাথায় লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিত তখন গাইত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই

গানটি

মন পয়সার জন্য ভাবো কেনে?
পয়সা দিতেও হরি, পয়সা নিতেও হরি,
(পয়সা) আসতে যেতেও নিজে জানে।
পয়সার জন্য ভাবো কেনে।
জাননা কি মন পয়সার এক নাম অর্থ,
যেখানে সে থাকে, সেখানে অনর্থ,
তার সাক্ষী মন রাজা দুর্য্যোধন
সবংশে নিধন ঐ পয়সা ধনে।
পয়সার জন্য ভাবো কেনে।
পয়সা দিলে যদি ভগবানকে মিলে,
নীলকণ্ঠ কি কাঁদিত সদাই হরি বোলে,
পয়সার নয় সে ধন, শ্রীনন্দের নন্দন
সচন্দন তুলসী বিনে।
পয়সার জন্য ভাবো কেনে।

রামদয়ালের গানের আওয়াজ তার স্ত্রী-এর কানে যাওয়া মাত্র সে এক ঘটি জল, শীতকাল হ'লে গরম জল নিয়ে স্বামীর পা দু'খানি বেশ করে ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে, এক কলকী তামাক সেজে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে হুঁকোটি স্বামীর হাতে দেয়। রামদয়াল ধূমপান করিতে করিতে পত্নীকে প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করে—ধার শোধ করেছ? ধার দিয়েছ? জলে ফেলে দিয়েছ? স্ত্রী প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেয় 'হাঁ'। তখন বেশ বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে রামদয়াল স্ত্রীকে আদেশ করে—

"জ্বালাও সহস্র বাতি
ভোজনে বসুক নরপতি।"

এই সব অহঙ্কারপূর্ণ প্রশ্ন ও আদেশ রাজপ্রাসাদের তোষাখানা হইতে বেশ শোনা যায়। অন্য দিন রাজা এতে বড় একটা গুরুত্ব দেন না। আজ বিজয়ার দিনে তাঁর জন্মদিন। তোষাখানায় বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত। তাঁহাদের অনেকেই রাজাকে প্রশ্ন করিলেন এ কোন্ নরপতি? রাজা নিজেকে খুব অপমানিত বোধ ক'রে তখনি দ্বারোয়ানকে হুকুম দিলেন দয়লা বেটাকে এখনি ধরে আনো।

একে হনুমান তাতে রাম আজ্ঞা! ভোজপুরী বীরপুঙ্গব রামদয়ালকে তখনই বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত রাজ-সন্নিধানে হাজির করিল। রামদয়াল করজোড়ে প্রণাম করিবামাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—রোজ কত টাকা উপার্জ্জন করা হয়?

দয়াল—কোন দিন দ৹ আনা যেদিন খুব বেশী হয় এক টাকা।

রাজা—এর মধ্যে ধার শোধ করিস্ কি? ধার দিস্ কি [illegible] জলে ফেলেও দিস্ কত?

দয়াল—হুজুর—বুড়ো মা আছেন, স্ত্রীকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করি মাকে খেতে দিয়েছ? যার বুকের রক্ত খেয়ে এই দেহখান তার ধার শোধ হবার নয় তবুও রোজ রোজ দুটি খেতে

দিয়ে কিঞ্চিৎ শোধ করা। একটি ছেলে আছে হুজুর তাকে যা দিই, সে যখন উপার্জ্জন করতে পারবে হয় তো আমার দেওয়াকে ধার মনে ক'রে আমরা বুড়ো হ'লে দুমুঠো দিবে এই আশা। কাজেই সেটা ধার দেওয়া। আর হুজুর একটা মা-বাপ-মরা ভাগনে আছে তাকে যা দিই জলে ফেলা ভিন্ন আর কি মহারাজ! সে যখন বড় হবে —যম, জামাই, ভাগনা তিন হয় না আপনা। আমাদের তো খেতে দিবেই না বরং বলবে —বাবা মরবার সময় হাজার টাকা রেখে গিয়েছিল মামার কাছে। মামা সে টাকা মেরে দিয়েছে।

রাজা—সহস্র বাতি জ্বালিয়ে ভোজনে বস। হাজার বাতির ঝাড় পেলে কোথা? আমার পৈতৃক ৪০০ বাতির একটা ঝাড় আছে আর তোর সহস্র বাতির ঝাড়!

দয়াল—হুজুর, রাত্রে বাড়ী ফিরে রোজ খাই। আঁধারে খেতে হয় ব'লে, রোজ এক আঁটি উলুখড় কেটে আনি তাই শুকিয়ে আমার স্ত্রী এক মুঠো ক'রে জ্বালায়, আমি সেই আলোতে ভাত কয়টি খেয়ে নিই।

রাজা ও তাঁহার বন্ধুবর্গ রাজার জন্মদিন উপলক্ষে এই স্বাধীন দৈন্যবিজয়ী জন্ম-দীনকে দেখিয়া হতবাক হইয়া রহিলেন। কবির কথা—

সন্তোষামৃত-তৃপ্তানাং
যৎ সুখং শান্ত চেতসাম্
কুতস্তদ্ধন লুব্ধানাং
ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্।

রাজবাড়ী হইতে ছাড়ান পাইয়া রামদয়াল সহস্র বাতি জ্বালিয়া ভাত খাইয়া হুঁকা টানিতে টানিতে গান ধরিল—

পাপ না হ'লে,
পুণ্যের কি মান্য হতো!
সবাই যদি রাজা হতো
রাজস্ব বা কে দিতো।
তোমাদের বিচার কি সূক্ষ্ম,
দেখে হয় মনে দুঃখ,
দেশের যারা অন্নদাতা
তারাই সব মূর্খ—
এ সব মূর্খ নইলে পণ্ডিতেরা
পঞ্জিকা চুষে খেতো!
পাপ না হ'লে পুণ্যের কি মান্য হতো।

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ

আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভকামী-জনগণের সকলের সহিত সাক্ষাৎ-লাভ করিবার সৌভাগ্য করি নাই। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র "জঙ্গিপুর সংবাদ" মারফৎ প্রত্যেককে মর্য্যাদানুসারে বিজয়ার প্রণাম, নমস্কার ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

নূতন পোষ্ট অফিস

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার ৪নং দফরপুর ইউনিয়নের রাণীনগর গ্রামে উক্ত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে একটী পোষ্ট অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই অফিস হইতে রাণীনগর, খোষালপুর, বৈকুণ্ঠপুর, রাজানগর, জেঠিয়া, মালডোবা গ্রামের অধিবাসিগণের চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার, পার্শ্বেল প্রভৃতি বিলি হইবে।

দাতব্য চিকিৎসালয়

দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়। বর্ত্তমানে এই সব দাতব্য চিকিৎসালয়ে, নিম্ন বিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা ভিন্ন যাঁহাদের একটু সঙ্গতি আছে তাঁহারা রোগ নিরাময় হইবার জন্য চিকিৎসিত হইতে চান না। অনেকে বলেন—রোগ দেখাইতে গিয়া এই "রোগের" (Rogue—রোগ মানে প্রতারক, শঠ, পাজি, দুর্জ্জন, দুরাত্মা, বদমাইস) পাল্লায় পড়া বিপদসঙ্কুল।

সম্প্রতি এক ভদ্রমহিলা তাঁহার প্রথম গর্ভিনী কন্যাকে প্রসব-বেদনা-কাতর অবস্থায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। চিকিৎসক ও নার্স ভিন্ন অন্যের থাকা নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া পরদিন প্রাতে তিনি সংবাদ লইবার জন্য হাসপাতালের বারান্দায় অপেক্ষা করেন। ডাক্তার বাবু তাঁহাকে দেখিয়া বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে তুমি কে? কেন এখানে? প্রশ্ন করিলে—আমার কন্যাকে প্রসবের জন্য ভর্ত্তি করিয়া খবর লইতে আসিয়াছি বলিয়া উত্তর দেন। ডাক্তার বাবু তখন তাঁহাকে রূঢ়স্বরে বলেন—বেরিয়ে যাও, নইলে পুলিশ দিয়ে বের করিয়ে দিব।"

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে বলে—

কুচেলঃ, কর্কশ, স্তব্ধ
কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ
পঞ্চ-বৈদ্যাঃ ন পূজ্যন্তে
ধন্বন্তরি সমা যদি।

অর্থ—দেবচিকিৎসক ধন্বন্তরির মত গুণসম্পন্ন হইলেও মলিন বস্ত্র পরিহিত কর্কশভাষী, স্বল্পবাক্, কুগ্রামী ও না ডাকতেই যিনি আসেন তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন না।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের বেতনভোগী নির্দ্দয় চিকিৎসকের চিকিৎসার্থ পাঁচন (গরু মারা লাঠি) ও মুষ্টিযোগ (কিল) সরকার যত দিন প্রয়োগ না করিতে পারিবেন তত দিন দাতব্য হাতব্য হইয়া থাকিবে।

শ্মশানঘাটের ইজারদারের যথেচ্ছাচার

রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাটের ইজারদার রাঢ় অঞ্চলের শবদাহনকারীদের নিকট হইতে যথেচ্ছা পয়সা আদায় করিতেছে। বীরভূম জেলার পাইকর গ্রামের জনৈক শবদাহনকারী জানাইতেছেন—

মিউনিসিপালিটীর ধার্য্য ট্যাক্স ও কাঠের দাম সহ ৬৸০ ছয় টাকা বার আনা স্থলে ৮৷৷০ আট টাকা আট আনা আদায় করিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নজর না দিলে শবদাহনকারীদের নাকাল চরমে উঠিবে।

NOTICE.

Sealed tenders are invited from the Contractors for the electrification of College Hostel Buildings. Last date of submitting the rates is 26-10-60. Materials should be of the standard as specified in our Schedule. Interested parties may make contact with the College office after 9th September '60 for further particulars.

J. Dutt, Principal,
Jangipur College.

4. 10. 60

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।